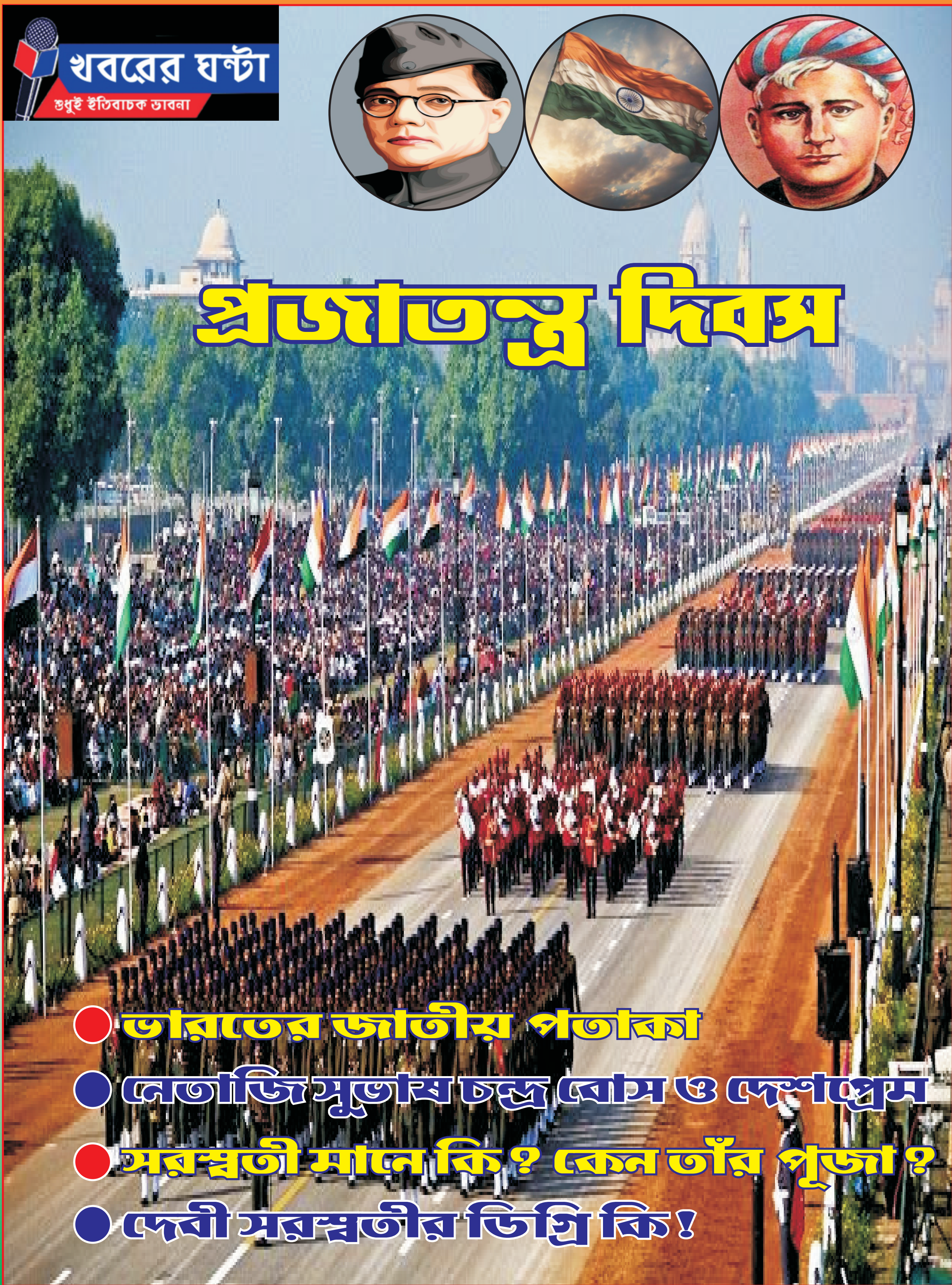
খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
প্রজাতন্ত্র দিবস
ভারতের জাতীয় পতাকা
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও দেশপ্রেম
সরস্বতী মানে কি ? কেন তাঁর পূজা ?
দেবী সরস্বতীর ডিগ্রি কি !

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

TERAI INTERNATIONAL SCHOOL

শান্তিনিকেতনের মডেল এ একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়

SCHOOL CODE: 19210203803

স্থাপিত - ২০২০

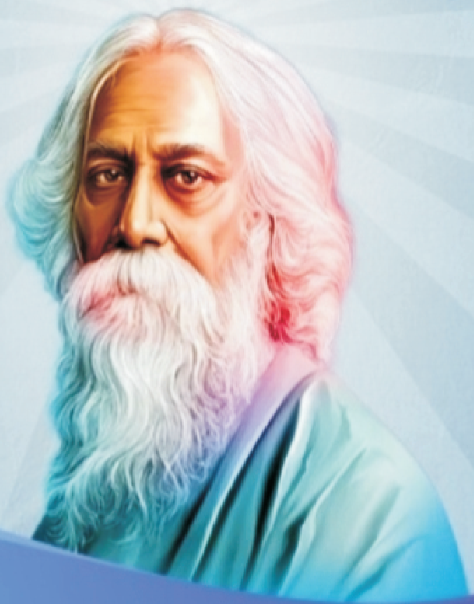

Dudha Jote, Tanjhora Bagan, Kharibari, Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., Pin - 734427

9932367700, 9734965214,8653342903 | terai.tis@gmail.com | www.tischool.in

DARJEELING PUBLIC SCHOOL

(A VALUE BASED SENIOR SECONDARY CBSE SCHOOL)

CBSE AFFILIATION CODE: 2430156 | ISO 9001:2015 CERTIFIED

- SCIENCE
- COMMERCE
- HUMANITIES
- VOCATIONALS

90647-95034
78640-05237
70290-95802

FULBARI, SILIGURI

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. IX Issue-6

1st January-31st January 2026 DESHPREM

নবম বর্ষ-সংখ্যা-৬ দেশপ্রেম, ১২ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি ২০২৬ দেশপ্রেম

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাপ্পালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kr. Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব

সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

ভারতের জাতীয় পতাকা ঃ গুরুত্ব, তাৎপর্য.......পল্লব পাল.............০৩
বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব.......নন্দিতা ভৌমিক.......০৫
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও দেশপ্রেম................বাপি ঘোষ........০৬
প্রযুক্তির ট্র্যাকে সরস্বতী পূজার প্রাসঙ্গিকতা.......সোমা দাস............০৭
স্বামীজির বাণী অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা...প্রসেনজিৎ দত্ত..০৮
বহুস্বরের উত্তরবঙ্গ ঃ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম.......ডোনা রায়..০৯
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..............মুসাফির........১০
সরস্বতী মানে কি? কেন তাঁর পূজা?........অর্পিতা দে সরকার......১১
নেতাজি ও সরস্বতী পুজো................সুব্রত চক্রবর্তী..................১৩
দেবী সরস্বতীর ডিগ্রি কি!................পাপ্পালি চক্রবর্তী................১৪
সরস্বতী পুজো এবং বসন্তকালে পলাশ ফুলের গুরুত্ব...সোমা সেনগুপ্ত...........১৭
মাস্টারদা সূর্য সেন-স্মরণে নয়, শপথে...........বিপ্লব সরকার.......২১
শুভ বড়দিনের গুরুত্ব ....বিনয় দে..........................২৫
মোবাইলের যুগে বইয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে অনুরাধা বুক স্টল.....................সৌমেন দাস রায়..................................২৬
Patriotism: Meaning, Importance, and Modern Perspectives..২৬
Title : The Silence Behind the Screen: Can We Find Our Tune Again?..........By: Md Rayish Ansari.......২৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

দিশেহারা সময়................................অশোক পাল....................২৩

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

ফুলবাড়ির দার্জিলিং পাব্লিক স্কুলে বিদ্যার্থী বিজ্ঞান মন্থন রাজ্য স্তরের ক্যাম্প ও পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন...............................১৮
সংসার নয়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ সোমা দত্তের অনন্য যাত্রা.....২০
রঙ-তুলিতেই বদলাচ্ছে ভবিষ্যৎ ঃ দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে অঙ্কন......২০
শীতের জয়েন্টে ব্যথা কমাতে কি করবেন...................................২১
আমরা সত্যিই স্বাধীন, প্রশ্ন সুব্রত দত্তের.....................................২৩
শীতের ব্যথা বেদনা কমাতে পরামর্শ ফিজিওথেরাপিস্টের..........২৪
দার্জিলিং পাবলিক স্কুলে প্রথমবার আন্তঃবিদ্যালয় প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা AAYAM 1.0, পড়ুয়াদের সৃজনশীলতায় নতুন দিশা...২৪
সামাজিক ও মানবিক কাজে নিড..২৫

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

সম্পাদকীয়

দেশপ্রেম ঃ স্মরণে নয়, চর্চায়

জানুয়ারি মাস মানেই আমাদের জাতীয় জীবনে এক গভীর তাৎপর্যের সময়। এই মাস আমাদের সামনে পরপর তুলে ধরে এমন কিছু মহামানব ও মহামুহূর্ত, যাঁরা শুধু ইতিহাসের পাতায় নন, আজও আমাদের চিন্তা ও চেতনার প্রেরণা।

১২ জানুয়ারি -- স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। তাঁর অগ্নিঝরা বাণী আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, “ মানুষ গড়াই জাতি গড়া। ” একই দিনে আমরা স্মরণ করি বীর বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনকে--যাঁর আত্মবলিদান প্রমান করে, স্বাধীনতা শুধু দাবি নয়, তা অর্জনের জন্য আত্মোৎসর্গের সাহস চাই। ২৩ জানুয়ারি -- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন। যাঁর বজ্রকণ্ঠ আজও প্রশ্ন তোলে-- আমরা কি সত্যিই স্বাধীনতার মূল্য দিতে পেরেছি? আর ঠিক এই দিনেই এ বছর পালিত হচ্ছে সরস্বতী পুজো-- বিদ্যার আরাধনা। জ্ঞান, সাহস ও আত্মত্যাগ-- এই তিনের মিলন যেন আমাদের সামনে নতুন করে পথ দেখায়।

এরপরেই আসে ২৬ জানুয়ারি-- প্রজাতন্ত্র দিবস। সংবিধানের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি অধিকার, কিন্তু সেই সঙ্গে পেয়েছি দায়িত্বও। দেশপ্রেম মানে শুধু পতাকা হাতে উৎসব নয়, দেশপ্রেম মানে নিজের দায়িত্বকে সৎভাবে পালন করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, মানবিক হওয়া। এই সব স্মরনীয় দিনকে একসূত্রে বেঁধে খবরের ঘন্টা প্রকাশ করছে দেশপ্রেম সংখ্যা। আমাদের এই প্রয়াস কেবল স্মৃতিচারণ নয়-- একটি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া বর্তমান সমাজের দিকে। আমরা কি স্বামীজির আদর্শ , নেতাজির সাহস, মাস্টারদার ত্যাগকে নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পেরেছি? এই সংখ্যার মাধ্যমে আমরা আহ্বান জানাই--দেশপ্রেম হোক চর্চার বিষয়, কেবল স্মরনের নয়। ঘরে, সমাজে কর্মক্ষেত্রে-- সর্বত্র মানবিকতা, সততা ও সাহসের চর্চাই হোক প্রকৃত শ্রদ্ধা।

দেশকে ভালোবাসা মানে দেশকে গড়া।

এই বিশ্বাস নিয়েই --খবরের ঘন্টা।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা ঃ

বিদ্যার আলোয় ঐক্যের উৎসব

মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের পরিচালন কমিটি সকলকে জানাচ্ছে সরস্বতী পূজা ও প্রজাতন্ত্র দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা

---মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল, বিধাননগর, শিলিগুড়ি মহকুমা

ভারতের জাতীয় পতাকা ঃ গুরুত্ব, ইতিহাস ও তাৎপর্য

পল্লব পাল (জলপাইগুড়ি)

ভারতের জাতীয় পতাকা আমাদের স্বাধীনতা , সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের সর্বোচ্চ প্রতীক। ত্রিবর্ণ পতাকা কেবল একটি কাপড়ের টুকরো নয়-- এটি লক্ষ লক্ষ শহিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক মানুষের আত্মত্যাগের জীবন্ত স্মারক। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানে দেশের ইতিহাস, সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান জানানো।

জাতীয় পতাকার ইতিহাস ঃ ভারতের বর্তমান জাতীয় পতাকা ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই গণপরিষদে গৃহীত হয়। এর নকশা পিংগালি ভেঙ্কাইয়া দ্বারা প্রস্তাবিত হয়। স্বাধীনতার আগে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় পতাকার রুপ পরিবর্তিত হয়েছে, যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। অবশেষে স্বাধীন ভারতের পতাকা হিসেবে ত্রিবর্ণ পতাকাই স্বীকৃতি পায়।

ত্রিবর্ণ পতাকার রং ও তাদের অর্থ ঃ জাতীয় পতাকায় তিনটি অনুভূমিক রং রয়েছে-- গেরুয়া (উপরের অংশ) ঃ ত্যাগ, সাহস, আত্মনিবেদন ও দেশপ্রেমের প্রতীক। এটি নেতৃ স্থানীয়দের নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধর কথা স্মরণ করায়। সাদা (মধ্যবর্তী অংশ) ঃ শান্তি, সত্য ও সততার প্রতীক। এটি আমাদের পথচলায় ন্যায় ও স্বচ্ছতার বার্তা বহন করে। সবুজ (নিচের অংশ) ঃ সমৃদ্ধি, জীবন, প্রকৃতি ও ভবিষ্যতের আশার প্রতীক।

অশোক চক্রের তাৎপর্য্য ঃ সাদা অংশের মাঝখানে নীল রঙের অশোক চক্র রয়েছে, যার ২৪টি দন্ড। এটি সম্রাট অশোকের সিংহস্তম্ভ

Happy Republic Day
Subrata Dutta

Cell : +91 9734955506
+91 99330 22941

SILIGURI LITERARY SOCIETY
Multi-Lingual Literary & Cultural Society
Regd. No. : WB Act XXVI of 1961
509, Surya Nagar, P.O. Rabindra Sarani, Siliguri-734006, Dt. Darjeeling (W.B.)
Email : info.@siliguirileteraysociety.org | www.siliguriliterarysociety.org

থেকে অনুপ্রাণিত। অশোক চক্র ধর্ম, ন্যায়, গতিশীলতা ও নিরন্তর অগ্রগতির প্রতীক। এর ২৪টি দন্ড সময়ের চক্র ও নৈতিক কর্তব্যের প্রতিফলন-- দেশ যেন কখনও স্থবির না হয়ে পড়ে।

জাতীয় পতাকা ও সংবিধান ঃ জাতীয় পতাকা সরাসরি ভারতের সংবিধানের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব-- এই তিনটি মূল মূল্যবোধ পতাকার রঙ ও অশোক চক্রে প্রতিফলিত। পতাকা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার যেমন আছে , তেমনই কর্তব্যও রয়েছে।

জাতীয় পতাকা ব্যবহারের মর্যাদা ও শিষ্টাচার ঃ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি রয়েছে। পতাকা কখনও মাটিতে পড়তে দেওয়া যায় না, ছেঁড়া বা নোংরা অবস্থায় ব্যবহার করা অনুচিত এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অসম্মানজনকভাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আজ ‘‘হর ঘর তিরঙ্গা ’’ উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও গর্বের সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের সুযোগ পাচ্ছেন-- যা জাতীয় চেতনা আরও দৃঢ় করছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় পতাকার গুরুত্ব ঃ আজকের যুগে যখন সামাজিক বিভাজন, মতভেদ ও ভ্রান্ত তথ্য সমাজে প্রভাব ফেলছে, তখন জাতীয় পতাকা আমাদের ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অঞ্চলের বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিরঙ্গা এক ও অখন্ড ভারতের পরিচয় বহন করে।

ভারতের জাতীয় পতাকা আমাদের অতীতের সংগ্রাম, বর্তমানের দায়িত্ব ও ভবিষ্যতের স্বপ্নকে একসূত্রে বাঁধে।তিরঙ্গার প্রতি সম্মান মানে কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়-- এটি সংবিধানের আদর্শ মেনে চলা, মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং দেশের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার। যতদিন তিরঙ্গা উড়বে, ততদিন ভারতের গণতন্ত্র, ঐক্য ও আত্মমর্যাদা অটুট থাকবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব

নন্দিতা ভৌমিক (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

২৬ জানুয়ারি ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৫০ সালের এই দিনেই কার্যকর হয়েছিল ভারতের সংবিধান, আর দেশ নিজেকে ঘোষণা করেছিল একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে। এই দিনটি কেবল অতীতের স্মৃতিচারণ নয়, বরং বর্তমান সময়ের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমাদের দায়িত্ব ও মূল্যবোধকে নতুন করে উপলব্ধি করার দিন।

আজকের ভারতে যখন বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব ও রাজনৈতিক মেরুকরণ বাস্তবতা হয়ে উঠেছে, তখন প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- দেশের প্রকৃত শক্তি তার সংবিধান ও গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নিহিত। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য-- এই মৌলিক বিষয়গুলিই একটি প্রজাতন্ত্রকে জীবন্ত রাখে।

বর্তমান সময়ে বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা ও ভ্রান্ত তথ্যের প্রসার আমাদের গণতন্ত্রের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ২৬ জানুয়ারি আমাদের স্মরণ করায় যে সংবিধান শুধু একটি আইন দলিল নয়, এটি সামাজিক ন্যায়, সমতা ও মানবিক মর্যাদার প্রতিশ্রুতি। সংবিধানের আদর্শ অনুসরণ করাই পারে বিভেদ নয়, ঐক্যের ভারত গড়ে তুলতে।

একই সঙ্গে, প্রজাতন্ত্র দিবস তরুণ প্রজন্মের কাছে এক আহ্বান-- শুধু অধিকার দাবি নয়, দায়িত্ব পালনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন নাগরিক হওয়া, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং দেশ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহনই আজকের ভারতের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

সবমিলিয়ে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ জানুয়ারি আমাদের আত্মসমালোচনার দিন, আত্মগৌরবের দিন এবং নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন-- যেন আমরা সবাই মিলে সংবিধানের আলোয় একটি ন্যায়ভিত্তিক, সহনশীল ও শক্তিশালী ভারত গড়ে তুলতে পারি।

With Best Compliments From :

Miss Debmita Dasgupta (M.A., B.Ed.)

SHIKSHA NIKETAN

TUITION : CLASS II-VI (W. B. Board)
ALL SUBJECT
TUITION : CLASS XI-XII (W. B. Board)
Political Sc., Home Sc., History, Sanskrit, Hindi, Philosophy
TUITION : CLASS I-VI (C.B.S.C Board)
HINDI AND BENGALI

CONTACT No. : 9476259899 / 9474035633

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও দেশপ্রেম

বাপি ঘোষ

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস-- এই নামটি শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিচয় নয়, এটি এক নির্ভীক দেশপ্রেম, আপসহীন নেতৃত্ব ও অসাধারণ মেধার প্রতীক। ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি কটকে জন্মগ্রহন করা সুভাষ চন্দ্র বোস আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিলেন-- যে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এই সাফল্য ছিল চরম গর্বের বিষয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সাফল্য ও উচ্চ পদকে তুচ্ছ করে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য সেই চাকরি ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর দেশপ্রেমের প্রথম ও সবচেয়ে বড় প্রমান। নেতাজির দেশপ্রেম ছিলো আবেগনির্ভর নয়, ছিলো সুসংগঠিত ও কর্মমুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন--"স্বাধীনতা ভিক্ষা নয়, ছিনিয়ে নিতে হয়।"এই বিশ্বাস থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, প্রবাসী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং " তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো"-এর মতো বজ্রকঠিন আহ্বান। নেতাজি ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ ও যোদ্ধা। তিনি সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ--সবকিছুর মধ্য থেকে ভারতের জন্য উপযোগী পথ খুঁজছিলেন।

নারী শক্তিকে সামনের সারিতে এনে ঝাঁসি রানি বাহিনী গঠন তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের উদাহরন। আজকের ভারতে প্রশ্ন ওঠে-- নেতাজির মতো দেশপ্রেমিক ও মেধাবী নেতা কোথায়? আজ আমাদের দেশপ্রেম অনেক সময় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে শ্লোগান, পোস্টার বা সামাজিক মাধ্যমে আবেগ প্রকাশে। কিন্তু নেতাজির দেশপ্রেম ছিল দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ ও শৃঙ্খলার সমন্বয়। তিনি রাজনীতিকে ক্ষমতার সিঁড়ি নয়, দেশগঠনের মাধ্যম হিসাবে দেখতেন। বর্তমান ভারতে মেধাবী মানুষ আছেন-- প্রশাসন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সেনাবাহিনী ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে।

কিন্তু নেতাজির মতো সর্বগ্রাসী দেশভাবনা, ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ এবং নিঃশর্ত নেতৃত্ব বিরল। কারণ আজকের রাজনীতি অনেকাংশেই আপস, দলীয় স্বার্থ ও নির্বাচনী অঙ্কে আবদ্ধ। নেতাজির প্রাসঙ্গিকতা তাই শুধু ইতিহাসে নয়, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ। তিনি আমাদের শেখান-- দেশপ্রেম মানে প্রশ্ন করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, এবং প্রয়োজনে নিজের আরাম, পদ ও জনপ্রিয়তা বিসর্জন দেওয়া। নেতাজি আজ নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ আজও প্রয়োজন। যদি প্রতিটি নাগরিক নিজের জায়গা থেকে সততা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে দেশকে ভারতে শেখে--

তবেই নেতাজির দেশপ্রেম নতুন প্রজন্মে ফিরে আসবে। ২৩ জানুয়ারি শুধু জন্মদিন নয়-- এটি আত্মসমীক্ষার দিন। আমরা কতটা নেতাজির ভারত গড়তে পেরেছি?

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

প্রযুক্তির ট্র্যাকে সরস্বতী পূজার প্রাসঙ্গিকতা

সোমা দাস (বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

আজকাল মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে বন্দি আমাদের দিনযাপন। এক ক্লিকেই গান, এক অ্যাপে নাচ, এক ট্র্যাকে সুর-- বাদ্যযন্ত্রের তারে আর হাত পড়ে না। কন্ঠের সাধনা বদলে যাচ্ছে অটো-টিউনের আশ্রয়ে। নেট যুগে সবই দ্রুত, সবই সহজ, সবই রেকর্ড করা। তবুও এই প্রযুক্তি নির্ভর সময়েই আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন দেবী সরস্বতী। সরস্বতী কেবল বই, বীণা আর বিদ্যার প্রতীক নন।

তিনি মননের শুদ্ধতা, সৃষ্টির সাধনা আর চিন্তার গভীরতার প্রতীক। যেখানে জ্ঞান কেবল তথ্য নয়, বোধ হয়ে ওঠে। যেখানে শিক্ষা মানে শুধু সার্টিফিকেট নয়, চরিত্র গঠন। আজ যখন শিশুর হাতে প্রথমেই তুলে দেওয়া হয় স্মার্টফোন, ঠিক তখনই সরস্বতী পূজা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- লেখার খাতা, সুরের রেওয়াজ, নাচের তালিম আর প্রশ্ন করার সাহস এখনও অপরিহার্য।

ট্র্যাকের গানে আনন্দ আছে, কিন্তু রেওয়াজের ঘামে আছে আত্মা। ডিজিটাল নোটে তথ্য আছে, কিন্তু বইয়ের পাতায় আছে অনুভব। সরস্বতী পূজা তাই শুধু ঐতিহ্যের উৎসব নয়--এ এক আত্মসমালোচনার দিন। আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, না প্রযুক্তিই আমাদের ব্যবহার করছে-- এই প্রশ্ন তোলার দিন।

২০২৬ এর সরস্বতী পূজা আমাদের শেখায়, প্রযুক্তিকে হাতিয়ার বানাতে হবে,কিন্তু মানবিকতা,সৃজনশীলতা আর বিবেককে হারাতে নয়। নেট যুগ চলুক, ট্র্যাকও বাজুক-- তবু জ্ঞানের দেবীর চরণে মাথা নত থাকুক। কারণ ভবিষ্যতের ভারত গড়ে উঠবে শুধু গতিতে নয়, গড়ে উঠবে গুণে, গভীরতায় আর শিক্ষার আলোয়।

শুভ সরস্বতী পূজা ২০২৬। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক আগামী প্রজন্ম।

স্বামীজির বানী অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা

প্রসেনজিৎ দত্ত (রায়গঞ্জ)

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। সেই দিনটি ভারতে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে পালিত হয়। স্বামীজির স্মরন মানে আত্মজাগরনের আহ্বান। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে যখন বহু বেকার যুবকযুবতী বেকারত্ব, হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে মদ্যপান ও নানা নেশার দিকে ঝুঁকছে, তখন স্বামীজির বাণী আজও পথ দেখায়-- অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দের বানী-- হতাশা থেকে আত্মবিশ্বাসের পথে ঃ

১)“ ওঠো ,জাগো এবং লক্ষ্যে পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না। ”-- এই বানী কেবল শ্লোগান নয়-- এটি জীবনের মন্ত্র। চাকরি না পাওয়া মানে জীবন শেষ নয়। বারবার চেষ্টা, শেখা ও নিজেকে গড়ে তোলাই যুবকের ধর্ম।

২) “নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, তবেই পৃথিবী তোমার ওপর বিশ্বাস রাখবে। ”-- নেশা আসলে নিজের ওপর বিশ্বাস হারানোর ফল। স্বামীজি শেখান-- তোমার ভেতরেই শক্তি আছে, তুমি দুর্বল নও।

৩)“তুমি যদি নিজেকে দুর্বল ভাবো, তবে তুমি দুর্বলই হয়ে পড়বে।”-- হতাশা মানসিক রোগের মতো-- চিন্তার জন্ম নেয়। নেশা সেই দুর্বলতার আশ্রয়। স্বামীজি বলেন, শক্ত হয়ে দাঁড়াও।

৪) “ যে নিজেকে জয় করেছে, সে পুরো বিশ্ব জয় করতে পারে। ”--নেশা জয় করা মানেই নিজের ওপর বিজয়। এই জয়ই জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

স্বামীজির দর্শন ঃ যুবসমাজের জন্য পথ নির্দেশ --

স্বামী বিবেকানন্দ দুর্বলতা ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন--“দুর্বলতা পাপ’। নেশা দুর্বলতার প্রকাশ, শক্তির নয়।

কর্ম ও চরিত্র গঠন--

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন--চাকরি আসবে, যাবে। কিন্তু চরিত্র নষ্ট হলে জীবন ভেঙে পড়ে। নেশা চরিত্র ধ্বংস করে, আত্মসম্মান কেড়ে নেয়।

ধ্যান ও সংযম ---

ধ্যান ও সংযম--

স্বামীজি যোগ ও ধ্যানের কথা বলতেন-- নেশার বিকল্প হিসেবে ধ্যান, শরীর চর্চা, সেবা ও পড়াশোনা। এতে মন শক্ত হয়,লক্ষ্য স্পষ্ট হয়।

মানুষের জন্য বাঁচা ---- “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর”। নেশায় ডুবে থাকা মানে নিজের ও সমাজের ক্ষতি। মানুষের কাজে যুক্ত হলে জীবনের মানে ফিরে আসে।

যুব সমাজের প্রতি আহ্বান (শপথ) ---

‘ আজ আমি শপথ নিচ্ছি--/আমি হতাশায় ডুবে যাবো না। /নেশাকে না বলবো।/নিজের শক্তিকে চিনবো।/স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলবো।/ আমি হার মানবো না। ”

শেষ কথা ঃ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন--“ একটি শক্তিশালী চরিত্রই হাজার বক্তৃতার চেয়ে বেশি কাজ করে। ”আজকের যুবসমাজ যদি নেশা ছেড়ে আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম ও মানবিকতাকে বেছে নেয়-- তবেই প্রকৃত অর্থে পালিত হবে জাতীয় যুব দিবস।

বহুস্বরের উত্তরবঙ্গ ঃ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম

ডোনা রায় (সহকারি শিক্ষিকা, দার্জিলিং পাব্লিক স্কুল, ফুলবাড়ি)

উত্তরবঙ্গের দেশপ্রেম তার বহুমাত্রিক সংস্কৃতি , বহুভাষিক সমাজ এবং সমৃদ্ধ আদিবাসী ঐতিহ্যের দ্বারা পুষ্ট। শৈশবের প্রারম্ভিক বছর থেকেই দেশপ্রেমমূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা কৈশোরকালে শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। তবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রায়শই স্থানীয় সংস্কৃতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

একটি প্রধান সমস্যা হলো ভাষাগত প্রান্তিকতা। আদিবাসী ও আঞ্চলিক ভাষাগুলি শিক্ষাক্রমে উপযুক্ত স্থান না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ সীমিত হয় এবং তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি বিশ্বায়নের প্রভাবে তরুন প্রজন্ম স্থানীয় সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রমে দেশপ্রেমকে মানসিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। বিশেষ করে স্থানীয় সমাজসংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনকাহিনী আদর্শমূলক শিক্ষার অংশ হলে শিক্ষার্থীরা সাহস, ত্যাগ, সেবা ও দায়িত্ববোধে অনুপ্রানিত হবে। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসংস্কারকদের অবদান বিশেষভাবে স্মরনীয়। উত্তরবঙ্গের সমাজসংস্কার ও জাতিসচেতনতার ক্ষেত্রে পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজের শিক্ষা, ভাষা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, বাঘাযতীন(যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ,কানাইলাল দত্ত ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু -এর আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম জাতীয় চেতনাকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত--’’ অর্থাৎ যেখানে মনের ভয় নেই,যেখানে জ্ঞান মুক্ত--সেই মুক্ত চিন্তা ও মানবিক চেতনায় শিক্ষার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও সংস্কৃতির বিকাশই হোক আমাদের লক্ষ্য।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা ঃ
Best Wishes From
KUDO MIXED MARTIAL ART ASSOCIATION
Siliguri, West Bengal
Our Motto
Benefits for kudo MMA
BENEFITS FOR self defense students
1. DISTRICT TOURNAMENT
2. STATE TOURNAMENT
3. NATIONAL TOURNAMENT
4. SCHOOL GAMES OF INDIA KUDO TOURNAMENT
5. INDIA'S BIGGEST MARTIAL ART TOURNAMENT AKSHAY KUMAR KUDO CHAMPIONSHIP
6. ASIA KUDO CHAMPIONSHIP
7. KUDO WORLD CUP
8. STATE PLAYER OF MARTIAL ARTIST
9. NATIONAL PLAYER OF MARTIAL ARTIST
10. STATE SEMINAR/ KUDO CAMP
BENEFITS FOR KUDO MMA STUDENT'S
1. PHYSICAL FITNESS
2. SELF CONFIDENCE
3. SELF DEFENCE LEARNING
4. HUMANITY DEVELOPMENT
5. SPORTS QUOTA (CENTRAL GOVERNMENT RESERVATION JOB)
6. KUDO RECOGNISED SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA (SGF)
7. SGFI RECOGNIZED BY MINISTRY OF STATE SEMINAR / KUDO CAMPS YOUTH & SPORTS AFFAIRS GOVERNMENT OF INDIA
8. WELL DISCIPLINE

SHIHAN SAHADEV BARMAN
6th Degree Black Belt
Director of North East India KIFI
State President of Kudo MMA Association
West Bengal
Email : kudommawestbengal@gmail.com/sahadevkarate@gmail.com
Ph. no : 9434874839/9800890638
Visit our Website : www.kudowestbengal.org
www.martialartacademy.in

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় ---৩০)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়'। মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধন হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।" কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। ---মুসাফীর।)

দাদুর খুব ঘনিষ্ট একজন নন প্রফেশনাল ব্রাহ্মন পন্ডিতের উপস্থিতিতে দুজনের আংটি বদল হলো।পন্ডিত মশাই বললেন ঠাকুরের সামনে দুজনের মালা বদল হউক। তাই করা হলো। অতি গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলো।

হঠাৎ অনুরাধা হেলে ফেললো। অনুষ্ঠানের পর দুজনে একান্তে দোতলার অনুর বেডরুমে বসে রয়েছে। অভি অবাক, কি ব্যাপার হঠাৎ হাসি কেন?অনু বললো তুমি রাগের চোটে নিজেকে ওয়েস্টবীন, ভাঙ্গাকুলো বলে ফেলেছ। তুমিতো দুটোর কোনটাই নও। অভি বললো, বুনির একসপেকটেশন শুনে একথাগুলোই মনে হয়েছিল। আমার মতে একথা বলে আমাদের কৈশোরের প্রেমটাকেও ভীষন ছোট করেছে, অপমান করেছে। অভিকে থামিয়ে দিয়ে অনু বললো, এভরিবডি হ্যাজ হিজ ওউন মেলোডি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আলাদা আলাদা সুর রয়েছে তার ছন্দ ও লয়ও সেই ভাবেই বাধ্য। হৃদয়ে সেই সুরের অবস্থান। যখন কোন দুটি ভিন্ন মানুষ বিশেষ করে নারী ও পুরুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয় তখন বুঝতে হবে দুজনের হৃদয়ের সুর, ছন্দ ও লয় এক মাত্রায় মিলে একটি নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করে। আবার ছন্দপতন হলে সম্পর্কও টেঁকে না। যেমন তোমার আর বুনানীর ক্ষেত্রে ঘটলো। আবার তোমার আমার মাঝে দুটি হৃদয় এক সুরে গাঁথা এবং এর ফলে দুজনের গাঁটছড়া বাঁধা হলো। আবার কখনো ঘটনার অভিঘাতে কোন কোন মানুষের সুর, ছন্দ ও লয় নিজের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ফল স্বরুপ মানসিক অবসাদ ও আরো আনুষঙ্গিক ডিসব্যালেন্স দেখা দেয়। এ পর্যন্ত বলে অনু অভির চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, অভি অস্বস্তি অনুভব করে বলে কি দেখছো। আমি তোমার মধ্যে একটু অস্থিরতা এবং একাগ্রতার অভাব দেখছি, একটু ডাইভারটেডও মনে হচ্ছে। মঙ্গলামাসির এপিসোডের পর থেকেই আমার নজরে পড়েছে। কি হয়েছে খুলে বলো। (ক্রমশ)

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

সরস্বতী মানে কি?
কেন তাঁর পূজা?

অর্পিতা দে সরকার (বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

সরস্বতী কেবল একটি দেবীমূর্তি নন। সরস্বতী মানে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শুদ্ধতা ও সৃজনশীলতার প্রবাহ। তিনি সেই শক্তি , যা মানুষের চিন্তাকে গভীর করে, ভাষাকে পরিশীলিত করে, শিল্পকে অর্থবহ করে এবং শিক্ষাকে মানবিক করে তোলে।

আমরা সরস্বতী পূজা করি-- ভালো ফলের আশায় নয়,বরং ভালো মানুষ হওয়ার আশায়।

সরস্বতীর 'স' মানে হলো সত্য। অর্থাৎ সরস্বতীর প্রথম শিক্ষা সত্যবাদিতা। জ্ঞান তখনই পবিত্র হয়, যখন তা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা ও ভন্ডামি জ্ঞানকে কলুষিত করে।

সরস্বতীর স এর পরের অক্ষর হলো 'র'। অর্থাৎ রুচি। রুচি মানে সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত সাধনা রুচির মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

সরস্বতীর তৃতীয় অক্ষরেও আমরা পাই 'স' অর্থাৎ সাধনা অর্থাৎ জ্ঞান কোনো হঠাৎ প্রাপ্ত বস্তু নয়। অধ্যবসায়,অনুশীলন ও আত্মনিয়োগই সরস্বতীর কৃপা লাভের পথ।

স্ব-- অর্থাৎ স্বচ্ছতা। মানে চিন্তা, ভাষা ও আচরনে স্বচ্ছতা না থাকলে জ্ঞান বিকৃত হয়। সরস্বতী নির্মলতার প্রতীক।

ত-- মানে হলো ত্যাগ। বিদ্যার পথে অহঙ্কার ত্যাগ করাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। ত্যাগ ছাড়া জ্ঞান পূর্ণতা পায় না।

ী--- মানে হলো ইচ্ছাশক্তি ও ইতি। মানে ইচ্ছাশক্তি মানুষকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর ইতি মানে পরিপূর্ণতা যা জ্ঞানচর্চার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অর্থাৎ সরস্বতীর সারকথা হলো, সত্য যোগ রুচি যোগ সাধনা যোগ স্বচ্ছতা যোগ ত্যাগ যোগ ইচ্ছাশক্তি ---- এইসব গুনই একজন মানুষকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত ও মানবিক করে তোলে।

আজকের দিনে পড়াশোনা ক্রমেই হালকা হয়ে যাচ্ছে। মুখস্থবিদ্যা,

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সকলের প্রতি আবেদন--
গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।
দেশকে ভালোবাসুন, সামাজিক কাজ করুন।
তবে নিজে ভালো থাকবেন, অন্যরাও ভালো থাকবে।

কমল কুমার দেব

অবসরপ্রাপ্ত সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার
পূর্ত দপ্তর,
কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি।

নম্বর আর সার্টিফিকেটের চাপে শিক্ষার আত্মা হারিয়ে যাচ্ছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও গভীর চিন্তা, অধ্যবসায় ও সাধনার জায়গা সঙ্কুচিত। অথচ সরস্বতী পূজা তখনই সার্থক হয়, যখন আমরা জ্ঞানকে শুধু উপার্জনের হাতিয়ার নয়, চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে দেখি।

দেবীর সামনে বই রেখে প্রণাম করাই শেষ কথা নয়। সরস্বতী পূজা সার্থক হয় যখন-- পড়াশোনায় মনোযোগ ও সততা থাকে। চিন্তায় থাকে যুক্তি ও প্রশ্ন করার সাহস। শিল্প চর্চায় থাকে অনুশীলন ও সাধনা। ভাষায় থাকে শুদ্ধতা ও সংযম। অর্থাৎ জ্ঞানকে যখন গভীর করি, তখনই দেবী পূজিত হন।

প্রাচীন বৈদিক ভারতে দেবী সরস্বতী ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু বিদ্যার দেবী নন, একটি পবিত্র নদীর রূপেও পূজিত ছিলেন-- যেখান থেকে সভ্যতার ধারাবাহিকতা প্রবাহিত হতো। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে বলা হয়েছে ‘নদীতমা, দেবীতমা।’অর্থাৎ নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। কারণ বৈদিক সমাজ জানতো-- জ্ঞানহীন শক্তি ধ্বংস ডেকে আনে, আর জ্ঞানযুক্ত শক্তিই সভ্যতা গড়ে। তাই গুরু-শিষ্য পরম্পরা, আশ্রম শিক্ষা, তর্ক-বিতর্ক, দর্শনচর্চা, সঙ্গীত ও কাব্য-- সব কিছুর কেন্দ্রেই ছিলেন সরস্বতী।

বৈদিক যুগের মানুষরা দেবী সরস্বতীকে গুরুত্ব দিয়ে যেসব ফল পেয়েছিলেন তা হলো, তাদের মধ্যে গভীর দার্শনিক চিন্তা ফুটে উঠেছিল, উন্নত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল। সঙ্গীত, ছন্দ ও ব্যাকরনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সর্বোপরি নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধে গড়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৈদিক যুগের মানুষরা জানতেন-- জ্ঞান মানে কেবল জানা নয়, নিজেকে নিয়ন্ত্রন করা।

আজ যদি আমরা সত্যিই দেবী সরস্বতীকে সম্মান জানাতে চাই তবে আমাদের শিক্ষাকে গভীর করতে হবে। শিল্পকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। আর সংস্কৃতিকে মানবিক করতে হবে। তবেই দেবীর পূজা সার্থক হবে। নতুবা তা রয়ে যাবে কেবল আনুষ্ঠানিকতা।

সরস্বতী মানে আলোর ধারাবাহিকতা-- সেই আলোকে জীবনে ধারণ করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

নেতাজি ও সরস্বতী পুজো

সুব্রত চক্রবর্তী (ভারত নগর, শিলিগুড়ি)

২৩শে জানুয়ারি শুধু একটি তারিখ নয়, এই দিনটি ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও চেতনার এক বিশেষ মিলনবিন্দু। কারন এই দিনেই জন্মেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, আবার অনেক বছর পরপর এই দিনেই পড়ে যায় বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা--সরস্বতী পুজো । ফলে জাতীয়তাবাদ, জ্ঞান, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার ভাবনা এক সুতোয় গাঁথা হয়ে যাচ্ছে এবারের ২৩শে জানুয়ারি। নেতাজি শুধুমাত্র এক বিপ্লবী নেতা নন, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ শিক্ষাবিদ ও চিন্তক। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেছেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে আই সি এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য সেই সম্মানজনক চাকরি ত্যাগ করেন। নেতাজির কাছে শিক্ষা মানে কেবল বইয়ের জ্ঞান নয়, শিক্ষা মানে চরিত্র গঠন, আত্মমর্যাদা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম। তিনি বিশ্বাস করতেন, '' যে জাতির যুবসমাজ শিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আত্মত্যাগে প্রস্তুত, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। '' এই চিন্তাধারার সঙ্গে সরস্বতী পুজোর মূল দর্শন গভীরভাবে যুক্ত।

নেতাজির শৈশব ও ছাত্রজীবনে সরস্বতী পুজোর বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। সেই সময় বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরস্বতী পুজো ছিলো জাতীয় চেতনার উৎস। পুজোর আড়ালে স্বাধীনতা আন্দোলনের আলোচনা, দেশাত্মবোধক গান, বিপ্লবী সাহিত্য পাঠ হতো। ছাত্রদের মধ্যে আত্মমর্যাদা, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠতো। নেতাজি নিজেও এই পরিবেশে বড় হয়েছেন।সরস্বতী পুজো তাঁর কাছে ছিলো-- বিদ্যার সঙ্গে আত্মশক্তির মিলন। যদিও বিদেশে সংগ্রামের সময় নেতাজি সরাসরি সরস্বতী পুজো পালন করেননি, কিন্তু তাঁর আদর্শে সরস্বতীর প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট--শৃঙ্খলা, নৈতিক শিক্ষা, আত্মত্যাগ, জ্ঞানের মাধ্যমে শক্তি অর্জন। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে তিনি শুধু অস্ত্র চালনা নয়, চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা ও আদর্শবোধের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এটি সরস্বতীরই আরেক রুপ-- বিদ্যা যা মানুষকে মানুষ করে। যখন ২৩শে জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিনে পড়ে, তখন তার অর্থ আরও গভীর হয়-- নেতাজির জন্মদিন, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতীক। সরস্বতী পুজো-- জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংস্কৃতির প্রতীক। এই দুইয়ের মিলন আমাদের শেখায়-- জ্ঞান ছাড়া স্বাধীনতা অসম্পূর্ন। আর দেশপ্রেম ছাড়া শিক্ষা নিরর্থক।

নেতাজি ও সরস্বতী পুজো একসঙ্গে আমাদের যে বার্তা দেয়--শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, শিক্ষাকে জীবনের আদর্শ তৈরি করতে হবে। বিদ্যাকে ব্যবহার করতে হবে সমাজ ও দেশের কল্যানে। সাহস, শৃঙ্খলা ও চিন্তার স্বাধীনতাই প্রকৃত বিদ্যা। নেতাজির ভাষায়, ''আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।'' এই রক্ত শুধু শরীরের নয়, এই রক্ত মানে সাহস, ত্যাগ ও জ্ঞানের দীপ্তি।

২৩শে জানুয়ারি যখন সরস্বতী পুজোর দিন হয়ে ওঠে, তখন সেই নামটি শুধু পুজো বা জন্মদিন থাকে না-- তা হয়ে ওঠে জাতীয় আত্মসম্মান, বিদ্যা ও স্বাধীনতার এক পবিত্র উৎসব।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও দেবী সরস্বতী-- দুজনেই আমাদের শেখান, জ্ঞানই শক্তি আর শক্তিই স্বাধীনতার পথ।

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

দেবী সরস্বতীর ডিগ্রি কি !

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, লেকটাউন- বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

দেবী সরস্বতী সাদা বস্ত্র পরিধান করেন। কারণ সাদার অর্থ হলো শুদ্ধতা ও নির্লোভতা। সাদা রঙ ত্যাগ, নির্মলতা ও অহং বর্জিত জীবনের প্রতীক। সাদা আবার জ্ঞানের আলো। জ্ঞান নিজে কোনো রং নয়, সব রঙের উৎস। তাই দেবী সরস্বতীর বস্ত্র সাদা। আবার সাদা হলো আসক্তিহীনতা। দেবী সরস্বতী ভোগের দেবী নন, তিনি বুদ্ধির দেবী। কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে থাকার প্রতীক হলো সাদা। দেবী লক্ষীর রং হলো সোনালি, কালি মায়ের রং কালো। আসলে প্রতিটি রং আলাদা দর্শনের বাহক।

সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী আর বিদ্যা মানে শুধু বই নয়। সংস্কৃতে বিদ্যার চার ভাগ --শ্রুতি (শোনা ও শিখন), স্মৃতি (মনে রাখা), বুদ্ধি (ভাবনা ও বিশ্লেষন), সৃষ্টি (নতুন কিছু গড়া)।

সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন, হস্ত শিল্প-- সবই সৃষ্টিশীল বিদ্যার রূপ। তাই শিল্প কলার প্রতিটি ধারাতেই সরস্বতীর আরাধনা। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন তবে কি দেবী সরস্বতী গান-নাচ করতেন? পৌরানিক ভাষায় দেবীরা মানুষ নন-- তাঁরা মানবচেতনার প্রতীক। পুরান বলে, দেবী বীণা ধারণ করেন-- অর্থাৎ দেবী সুর ও তালের প্রতীক। তাঁর কন্ঠ থেকে জন্ম নেয় সঙ্গীত ও বেদমন্ত্র। নৃত্য মানে ছন্দ ও শৃঙ্খলার প্রকাশ। অর্থাৎ দেবী নিজে চর্চা করতেন এমন নয় , তিনি সেই চর্চার উৎস ও প্রেরণা।

পৌরানিক মতে, দেবী সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার মানসকন্যা। তিনি বেদ, উপনিষদ ও বানীর আধার ।কাজেই দেবী সরস্বতীর ডিগ্রি বলতে হলে বলতে হয় বেদ , মানে তাঁর স্নাতকোত্তর নয় , তাঁর সৃষ্টি। ভাষা, ব্যাকরণ, সঙ্গীত--- সবই তাঁর থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ তিনি পাশ করেননি , পাশ করানোর ক্ষমতার আধার।

পৌরানিক কাহিনীতে প্রথমে সরস্বতী ছিলেন নদী, মানে

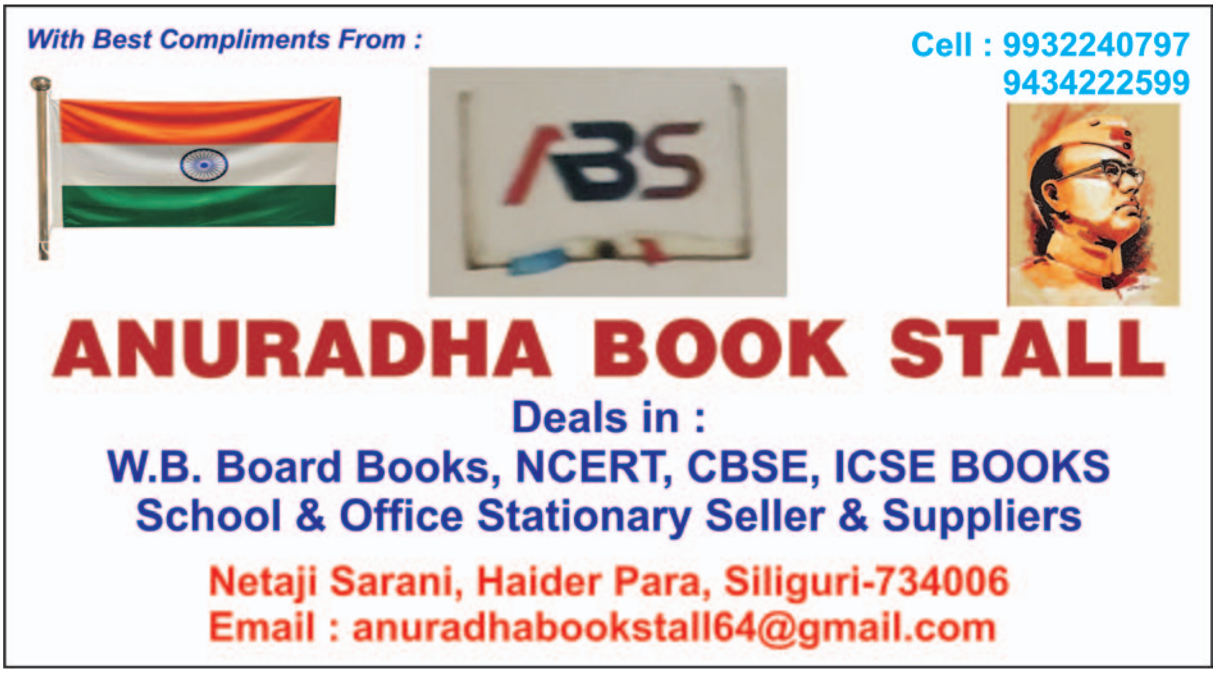

জ্ঞানধারার প্রতীক। পরে বাগদেবী মানে বাক ও ভাষার দেবী। ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্পূর্ন করতে তিনি বাণী ও বুদ্ধি প্রদান করেন।তাঁকে বলা হয়, বাগীশ্বরী বা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী। শারদা মানে জ্ঞানের পূর্ণতা।

এখন সরস্বতী পুজোকে অনেকে ভ্যালেনটাইন ডে মনে করেন। সরস্বতী পুজোকে ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করার মানে হলো আধুনিক সমাজের বিকৃতি, শাস্ত্রীয় নয়। একসময় সরস্বতী পুজো ছিলো ছাত্রছাত্রীদের ব্রত, শিক্ষা ও সংযমের দিন এবং আত্মশুদ্ধির উৎসব। এখন তা অনেকের কাছে হয়ে গিয়েছে প্রেমিক খোঁজার দিন। রিল-সেলফির দিন যা দেবীর দর্শনের সম্পূর্ন বিপরীত।

এই সরস্বতী পুজোর দিন অনেকে কাঁচা হলুদ দিয়ে স্নান করেন। এখানে হলুদ মানে শুদ্ধতা ও জীবানুনাশক। হলুদ ত্বক পরিস্কার ও রক্ত সঞ্চালনে সহায়ক আবার হলুদ প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে। অন্যদিকে ধর্মীয় অর্থে হলুদ হলো সাত্বিক গুণের প্রতীক, হলুদ শরীর ও মনকে শুদ্ধ করে পূজার উপযোগী করে। তাই সরস্বতী পূজার সকালে কাঁচা হলুদ দিয়ে স্নানের মানে হলো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন প্রস্তুতির প্রতীক।

সবশেষে বলতে চাই সরস্বতী পুজো মানে শুধু পরীক্ষায় পাশ নয়, সরস্বতী পুজো মানে শুধু গান নয়, শুধু নাচ নয়, শুধু প্রেম নয়। নিজেকে শুদ্ধ করে জ্ঞান ও সৃষ্টির পথে এগোনোই হল সরস্বতী পুজো।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা ঃ

মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রম

শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবারের নিঃস্বার্থ উদ্যোগ

নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, ভালোবাসা ও মানবিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শিলিগুড়িতে গড়ে উঠেছে 'আশ্রয়' বৃদ্ধাশ্রম। শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবারের সদস্যদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই এই আশ্রয়স্থল আজ বাস্তব রূপ পেয়েছে। শিলিগুড়ির শিবমন্দির রঙ্গিয়া মোড় সংলগ্ন প্রাইমারি স্কুলের পাশে অবস্থিত এই বৃদ্ধাশ্রমে সম্পূর্ন বিনামুল্যে অসহায় ও পরিত্যক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজের অবহেলিত প্রবীণ মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়াই এই বৃদ্ধাশ্রমের মুল লক্ষ্য। এখানে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নথি হিসেবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়।

শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবারের এই মানবিক কর্মকান্ডকে সাধুবাদ জানিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শহরের শুভানুধ্যায়ীরা। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক বয়স্ক মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা চলছে নিয়মিত।এই মহৎ উদ্যোগে আপনিও চাইলে সামিল হতে পারেন। সহযোগিতা বা বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে--- ৯৭৪৯০৬২৬০৭/৯৬৩৫৭০৭৪২৩ মানবিকতার এই পথে এগিয়ে চলা আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রম আজ সমাজের কাছে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা ঃ

সরস্বতী পুজো এবং বসন্ত কালে পলাশ ফুলের গুরুত্ব

সোমা সেনগুপ্ত (বাচিক শিল্পী, কলেজ পাড়া,শিলিগুড়ি)

পলাশ ফুল ছাড়া সরস্বতী পুজোর কোনো মানে হয় না। আসলে পলাশ ফুলের গাঢ় লাল-কমলা রঙ জ্ঞান, তেজ, সৃষ্টিশীলতা ও শক্তির প্রতীক। সরস্বতী দেবী কেবল বিদ্যার দেবী নন, তিনি চিন্তার আলো ও সৃজনশীল শক্তির উৎস-- পলাশ সেই শক্তির দৃশ্যমান রুপ। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে পলাশকে বলা হয়েছে ‘‘যজ্ঞের ফুল’’। যজ্ঞ, হোম, পূজা-- সব ক্ষেত্রেই পলাশ পবিত্র বলে মানা হয়। সরস্বতী পূজায় পলাশ অর্পন মানে-- বিদ্যার সঙ্গে চরিত্র ও আত্মশুদ্ধির প্রার্থনা। সরস্বতী পুজো হয় মাঘ মাসে, যখন প্রকৃতিতে শীতের শেষে নতুন প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়। পলাশ তখন ফোটে, এটি নতুন চিন্তা, নতুন শিক্ষা শুরুর প্রতীক। আজকাল পলাশ গাছ কমে যাওয়ার কারণ বনাঞ্চল হ্রাস, শহরায়ন ও রাস্তা নির্মান, পলাশ গাছ সংরক্ষনের অভাব, বিদেশি শোভাবর্ধক গাছের আধিক্য। একসময় গ্রামবাংলার মাঠ, নদীপাড়, শালবনে পলাশ ছিলো স্বাভাবিক দৃশ্য-- আজ তা বিরল।

পলাশ ফুলের অনেক উপকারিতা রয়েছে। পলাশ ফুলকে বলা হয় ব্রহ্মবৃক্ষের উপহার। পলাশ ফুল শরীরের রক্ত শুদ্ধ করে, ত্বকের সমস্যা ও ক্ষত সারাতে উপকারী, জ্বর ও প্রদাহে ব্যবহার হয়, প্রাকৃতিক রং হিসাবেও নিরাপদ। হোলিতে অনেকে পলাশ ফুলের রঙ ব্যবহার করে যা সম্পূর্ন রাসায়নিক মুক্ত। পলাশ ফুলের পরিবেশগত গুরুত্ব ঃ পলাশ ফুল ক) মৌমাছি ও পাখির খাদ্য, খ) পরাগায়নে সাহায্য করে, গ) শুস্ক অঞ্চলেও সহজে জন্মায়, ঘ) মাটির ক্ষয় রোধ করে। পলাশ মানেই বসন্ত ঃ বসন্ত ঋতুর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক হলো পলাশ। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ-- সবাই পলাশকে বসন্তের আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বসন্ত উৎসব থেকে দোলযাত্রা, কবিতা পাঠ, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রামবাংলার লোকাচার এইসব অনুষ্ঠানে পলাশ ফুল প্রকৃতির জাগরনের প্রতীক। পলাশ ফুল দেখলেই মানুষের মনে আসে স্বাধীনতা, সাহস, প্রেম ও বিদ্রোহ, জীবনের উচ্ছ্বাস। এইসব আবেগই বসতে পলাশের চাহিদা বৃদ্ধি করে।

পলাশ ফুল--সরস্বতী পূজায় জ্ঞান ও তেজের প্রতীক, বসন্তে প্রকৃতির জাগরনের আগুন, ওষুধ-সংস্কৃতি ও পরিবেশ তিনটির সেতুবন্ধন।

আজ পলাশ কমে যাওয়াটা শুধু একটি গাছ হারানো নয়, একটি ঋতু, একটি সংস্কৃতি ও একটি স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া।

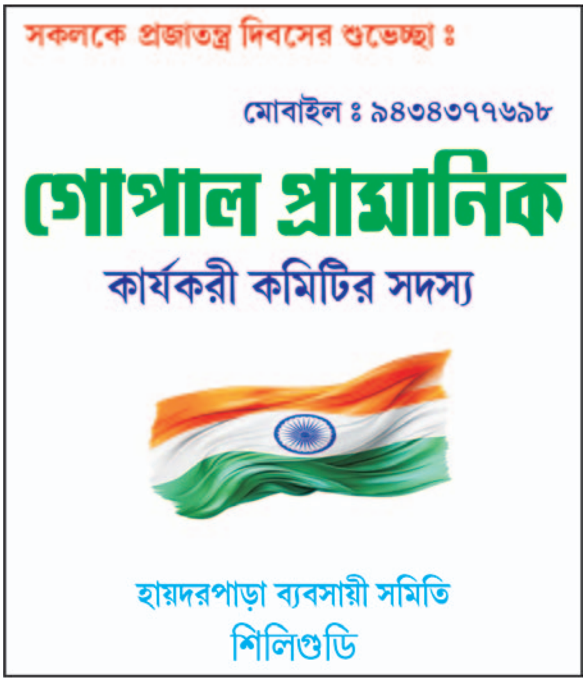

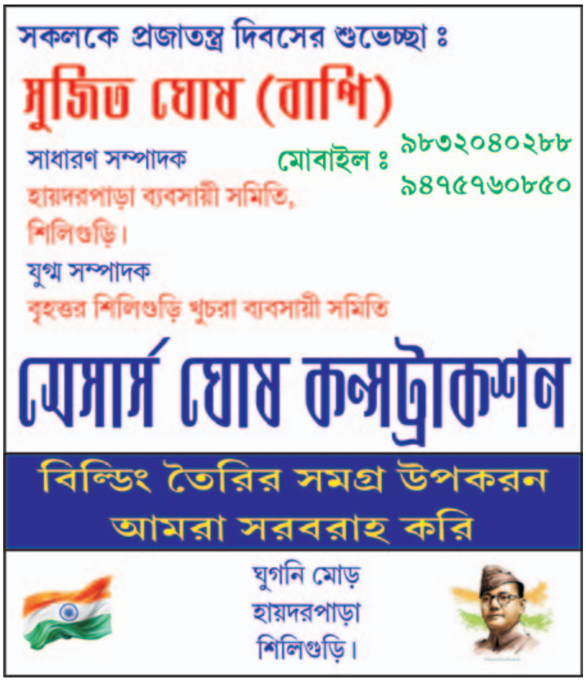

ফুলবাড়ির দার্জিলিং পাব্লিক স্কুলে বিদ্যার্থী বিজ্ঞান মন্থন রাজ্য স্তরের ক্যাম্প ও পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিদ্যার্থী বিজ্ঞান মন্থন (ভি ভি এম) এর পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ও সিকিম অঞ্চলের রাজ্য স্তরের ক্যাম্প ও পরীক্ষা গত ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ফুলবাড়ির পাব্লিক স্কুলে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষায় বিভিন্ন বোর্ডের ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণীর মোট ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহন করে। এরা সকলেই বিদ্যার্থী বিজ্ঞান মন্থনের লেভেল--২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

একই দিনে সুপরিকল্পিত ও আকর্ষনীয় পরীক্ষার কাঠামোর মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। কঠোর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষনা করা হয়। রাজ্য স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র ও র‍্যাঙ্কিং স্মারক। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র ও অংশগ্রহন স্মারক প্রদান করে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু (সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা), যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ সুমন চ্যাটার্জী, এনবিএসসি মাটিগাড়ার বৈজ্ঞানিক আধিকারিক বিশ্বজিৎ কুন্ডু , জোনাল কো-অর্ডিনেটর ডঃ প্রবীর দাস এবং দার্জিলিং পাব্লিক স্কুলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ বিজয় কুমার শাহ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন দার্জিলিং পাব্লিক স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস এবং বিদ্যার্থী বিজ্ঞান মন্থনের রাজ্য সমন্বয়ক মৃত্যুঞ্জয় দাস। এই রাজ্য স্তরের ক্যাম্প ও পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও গবেষনামুখী মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখল বলে মত শিক্ষাবিদদের।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা ঃ
NEED
NGO
NEED
WEST BENGAL ACT XXVI of 1961 No. S0061091 Of 2025-2026
NEED FOR NATION
NEED FOR NATURE
NEED FOR NEEDY
NEED FOR NEIGHBOURS
Cont. No. 98320-36280 / 7699096800 / 97350-09232/ 89099-11459
SWAMI VIVEKANANDA SARANI, TRINAYANI BUILDING, P.O. KADAMTALA, DIST. DARJEELING-734011

সংসার নয়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ সোমা দত্তের অনন্য যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১৯৫৮ সালে জন্ম সোমা দত্তের। শৈশব থেকেই তাঁর জীবনের একমাত্র নেশা ছিল খেলাধূলা। স্কুল জীবন থেকেই দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প-- এই সব ক্রীড়ায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে একের পর এক পুরস্কার জিতে নেন তিনি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পেরিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি মেলে জাতীয় স্তরেও। শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সোমা দত্ত। ব্রাজিল, মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত এথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি। এক সময়ের এই দুর্ধর্ষ অ্যাথলিট আজও খেলাধূলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় -- যা নতুন প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের কাছে নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরনা।

খেলাধূলার পাশাপাশি তাঁর আরেকটি বড় পরিচয়-- তিনি একজন শিক্ষিকা। দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন সোমা দত্ত। খেলাধূলা ও শিক্ষার প্রতি অগাধ ভালোবাসায় ডুবে থাকতে গিয়েই বিয়ে বা তথাকথিত সংসার জীবনের কথা ভাবার সময়ই পাননি তিনি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, ' বিয়ে করলে হয়তো একদুটি সন্তান হতো। কিন্তু আজ তো আমার সন্তান চারদিকে।' গর্বের সঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর ছাত্রছাত্রীরাই আজ তাঁর সন্তান। কেউ প্রশাসনিক পদে এ ডি এম হয়েছেন, কেউ কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, কেউবা চিকিৎসক কিংবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি দায়িত্বে কর্মরত। শিক্ষিকা হিসাবে তাঁদের সাফল্যই তাঁর জীবনের পরম প্রাপ্তি ও তৃপ্তি। সংসার নয়, পদক নয়-- মানুষ গড়াই ছিলো সোমা দত্তের জীবনের মূল লক্ষ্য। খেলাধূলা আর শিক্ষার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই জীবন আজও সমাজের কাছে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

রঙ-তুলিতেই বদলাচ্ছে ভবিষ্যৎ ঃ দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে অঙ্কন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় হিমাচল সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় বসবাস চিত্রশিল্পী ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা দেবমিতা দাশগুপ্তের। পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজে একটি সুস্থ, ইতিবাচক ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তুলতে তিনি নিয়েছেন এক অনন্য উদ্যোগ। শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী কালিবাড়ি চত্বরে দেবমিতা শুরু করেছেন দুঃস্থ ও প্রতিভাবান শিশুদের জন্য সম্পূর্নে বিনামূল্যে অঙ্কন শিক্ষার ক্লাস। বিভিন্ন বস্তি ও প্রান্তিক এলাকার শিশুরা নিয়মিত এখানে এসে তাঁর কাছে ছবি আঁকার পাঠ নিচ্ছে এবং নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাচ্ছে।

দেবমিতা দাশগুপ্তের মতে, অঙ্কন চর্চা শুধু শিল্প বোধ গড়ে তোলে না, এটি শিশুদের মনোযোগ বাড়ায় ও অকারন চঞ্চলতা কমাতেও সাহায্য করে। প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত কালিবাড়ি চত্বরে চলে এই বিনামূল্যে অঙ্কন শিক্ষার আসর।কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস সহ অন্যান্য সদস্যরাও এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছেন। অন্যদিকে , যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে, তাঁদের জন্য দেবমিতা নিজ বাড়িতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অঙ্কন শিক্ষার ক্লাসও পরিচালনা করেন। মনোযোগ সহকারে শিক্ষাদানের জন্য তাঁর কাছে অঙ্কন শিখতে আগ্রহীদের ভিড় বাড়ছে। পাশাপাশি তিনি প্রাইভেট টিউশনও করান-- প্রথম শ্রেনী থেকে ষষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্ত সমস্ত বিষয় এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত , হোম সায়েন্স ও ফিলসফি পড়ানো হয়। অঙ্কন ও শিল্প চর্চা প্রসঙ্গে মনিষীরা বলেছেন---- পাবলো পিকাসো ঃ ''শিল্প মানুষের আত্মা থেকে দৈনন্দিন জীবনের ধুলো মুছে দেয় ''। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ '' শিল্পই মানুষের অন্তরের ভাষা। '' লিওনার্গো দ্য ভিঞ্চি ঃ '' চিত্রকলা এক গভীর মানসিক সাধনা। ''

এই ভাবনাকেই বাস্তবে রুপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন দেবমিতা দাশগুপ্ত--- যেখানে রঙ ও তুলির ছোঁয়ায় গড়ে উঠছে নতুন স্বপ্নঃ যোগাযোগ নম্বর ঃ ৯৪৭৬২৫৯৮৯৯

শীতের জয়েন্টে ব্যথা কমাতে কি করবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শীতের মরশুম এলেই বহু মানুষের , বিশেষ করে প্রবীনদের হাঁটু, কোমর ও বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথার সমস্যা বাড়তে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট ডাক্তার জনসন ক্রিস্টোফার পিটি জানালেন, শীতকালে শরীরের ভেতরের কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণেই এই ব্যথা বেড়ে যায়। তিনি উদাহরন দিয়ে বোঝান, যেমন শীতে নারকেল তেল তরল অবস্থা থেকে জমে যায় এবং আবার ব্যবহার করতে হলে গরম করতে হয়, ঠিক তেমনই আমাদের শরীরের জয়েন্টে থাকা তরল পদার্থ শীতের প্রভাবে কিছুটা ঘন বা শক্ত হয়ে পড়ে।এর ফলেই জয়েন্টে অস্বস্তি ও ব্যথা দেখা দেয়।

এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে শীতে গরম রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে জানান ডাক্তার ক্রিস্টোফার। তাঁর মতে, প্রথমত পর্যাপ্ত গরম পোশাক ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত হালকা হাঁটাহাঁটি , ব্যায়াম বা শরীরচর্চার মাধ্যমে শরীরকে সচল ও উষ্ণ রাখতে হবে। তৃতীয়ত, শীতকালে তেষ্টা কম পেলেও পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গরমকালে স্বাভাবিকভাবেই জল বেশি পান করা হয়, কিন্তু শীতে তা কমে যায়। জল কম পান করলে শরীরের নানা সমস্যা বাড়তে পারে। তাই প্রয়োজনে মোবাইলে অ্যালার্ম সেট করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জল পান করার পরামর্শ দেন তিনি।

চতুর্থত, শীতের সময় অনেকেই লেপ-কম্বলের মধ্যে বেশি সময় কাটান,ফলে রোদে যাওয়া কম হয়। অথচ শরীরে ভিটামিন ডি- এর জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য।তাই নিয়মিত কিছুক্ষন রোদে যাওয়া বা ভিটামিন ডি এর ঘাটতি পূরনের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুমও শরীর সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে জানান তিনি।

শিলিগুড়ির শিবমন্দির কদমতলায় বসে ' খবরের ঘন্টা'কে এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরামর্শ দেন বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট ডাক্তার জনসন ক্রিস্টোফার পিটি উল্লেখ্য, শিবমন্দির কদমতলা ছাড়াও শিলিগুড়ি প্রধাননগর ও চম্পাসারিতে তাঁর চেম্বারে প্রতিদিন বহু মানুষ ভিড় করছেন। বিভিন্ন ধরনের থেরাপির মাধ্যমে ব্যথা উপশমে অনেকেই উপকার পাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

ডাক্তার জনসন ক্রিস্টোফার পিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে ৮০১৬৫৯৫১৫০/৯৫৬৩৭৬২৭৮৩ নম্বরে।

মাস্টারদা সূর্য সেন---স্মরণে নয়, শপথে

বিপ্লব সরকার (শিলিগুড়ি)

১২ জানুয়ারি মাস্টারদা সূর্যসেনের শহিদ দিবস। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও যিনি মাথা নত করেননি, যাঁর শেষ নিঃশ্বাসে ছিলো স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন-- তাঁকে স্মরণ করা মানে শুধুই ফুল দেওয়া নয়,নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা। মাস্টারদা শিখিয়েছিলেন-- ভয়ের কাছে হার মানলে জাতি হারে। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করলে ভবিষ্যৎ হারায়। আজ যখন দেশ নানা সঙ্কটে, তখন মাস্টারদার আদর্শ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। সাহস, শৃঙ্খলা আর দেশপ্রেম-- এই তিন অস্ত্রই ছিলো তাঁর শক্তি।

মাস্টারদার শহিদ দিবস স্মরণ করে আসুন, আমরা অঙ্গীকার করি-- দেশকে ভালোবাসব কাজে , কথায় নয়। সত্যের পথে থাকবো, সুবিধার পথে নয়। নিজের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করবো না। মাস্টারদা সূর্য সেন অমর-- কারণ তাঁর আদর্শ অমর। তাঁর শহিদ দিবসে তাঁর কাছে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা হোক-- একটি সাহসী, সৎ ও মানবিক ভারত গড়ার শপথ।

With Best Compliments From
J'SON
PHYSIOTHERAPY CENTRE
• Pain Relief • Rehabilitation • Wellness
Dr Johnson Christopher PT
M.P.T (Ortho), FMS(Pro), CEWA
ELECTROTHERAPY
MANUAL THERAPY
EXERCISE THERAPY
TAPING & DRY NEEDLING
MANUAL THERAPY
NUTRITION THERAPY
TIME : MONDAY TO SATURDAY : 10 AM TO 2 PM / 4 PM TO 8 PM
FOR APPOINTMENTS CONTACT : 8016595150 | 9563762783
5 & 6 Sidhi Garden, Behind Dhoop Company, Pradhan Nagar, Siliguri-03

আমরা সত্যিই স্বাধীন ,প্রশ্ন সুব্রত দত্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের আগমুহূর্তে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নিয়ে ভাবনার আহ্বান জানালেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির সভাপতি , লেখক ও শিক্ষানুরাগী সুব্রত দত্ত। তাঁর বক্তব্যে উঠে এলো স্বাধীনতার গভীরতর প্রশ্ন--দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও , আমরা কি সত্যিই মননে ও চিন্তায় স্বাধীন হতে পেরেছি?

প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সুব্রতবাবু বলেন, ''স্বাধীনতা কেবল শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন নয় । স্বাধীনতা মানে মুক্ত মন, মুক্ত বুদ্ধি ও সঙ্কীর্নতার উর্ধ্বে উঠে ভাবতে শেখা। আজও কি আমরা সেই মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি?'' তাঁর মতে, সমাজে বিদ্যমান নানা ধরনের মানসিক সঙ্কীর্নতা আমাদের চিন্তা ও বোধশক্তিকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে , যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ।

এই প্রসঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনের কথা স্মরন করেন। সুব্রত দত্ত বলেন, সমাজ গঠনে স্বামীজির অবদান আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে স্বামীজির ভাবনাকে নতুন করে উপলব্ধি করা জরুরি।

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী তুলে ধরে সুব্রতবাবু বলেন, ' উঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। '

''একটি ভাব নাও, সেই ভাবকেই জীবন করো--তাতে চিন্তা করো, স্বপ্ন দেখো, বাঁচো।''

এই বাণীগুলি আজকের যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী,দায়িত্বশীল ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

সুব্রত দত্ত আরও বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্য এখন থেকেই আমাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। ছাত্র সমাজকে এগিয়ে দিতে পারলেই দেশ ও সমাজের সুস্থ ও সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্ভব। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটি গত কয়েক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে--পাঠচর্চা, চিন্তাভাবনা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে।শেষে তিনি সকল দেশবাসীকে আন্তরিকভাবে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানান এবং দেশপ্রেমকে কেবল আবেগে নয়, দায়িত্ব ও সচেতনতার মাধ্যমে বাস্তব রুপ দেওয়ার আহ্বান জানান।

দিশেহারা সময়

অশোক পাল

(ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ)

এক বিষাক্ত দিশেহারা সময় গ্রাস করেছে
বর্তমানকে---
তার সাথে যুঝতে পারা বড় কঠিন
প্রতিদিন এক ভয়ানক আতঙ্ক নিয়ে সকাল
হয়
বিদ্যুতের ঝলকানির মতো নিমেষে আলো
হারায়
সেই আলোয় কি অন্ধকারে চলা যায়?
চারপাশে অবিশ্বাস আর অসহিষ্ণুতায়
দেওয়াল ক্রমশ শক্ত হচ্ছে
বিবেক চুপ সহমর্মিতা শূন্য
হিংসার ঘড়া পরিপূর্ণ
এক দঙ্গল মানুষ(!) নামক প্রজাতি
দিনের বেলা প্রকাশ্যে আধমরা করে
পিটিয়ে মেরে গলায় দড়ি বেঁধে গাছের
সাথে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে
উল্লাসে মাতোয়ারা এবং সামাজিক মাধ্যমে
ভিডিও করে ছড়িয়ে দেয়---!
এই পৈশাচিক ধর্মান্ধতার নেশা মানুষকে
বর্বর হিংস্র তৈরি করছে !
এত ভয় নিয়ে কেন বাঁচতে হয়?
আরও ভয়ঙ্কর শাসকের স্বৈরাচারী
পদক্ষেপ
যে দেশ আনবিক বোমার বিরুদ্ধে জ্ঞান দেয়
তলে তলে তারাই বোমার পাহাড় গড়েছে
রাতের অন্ধকারে একটা স্বাধীন দেশে বোমা
মেরে
দেশের নির্বাচিত শাসক ও তার স্ত্রীকে
হাতকড়া পরিয়ে বন্দি করছে হিটলারের
উত্তরসূরী!
রাষ্ট্রসংঘ আসলেই কাগুজে বাঘ!
পৃথিবী আবার মধ্য যুগে ফিরে যাচ্ছে
অসভ্যরা আজ বিশ্ব শাসক !
সভ্য কিছু মানুষ লাঞ্ছিত শোষিত অবহেলিত
আবারও একবার সাম্য ও স্বাধীনতার
জন্য রক্ত ঝরাবে---!

শীতের ব্যথা-বেদনা কমাতে পরামর্শ ফিজিওথেরাপিস্টের

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ শীতের মরশুমে শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা-বেদনা অনেকের কাছেই নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যথা উপশমে কেউ গরম জলে সেঁক দেন, কেউ আবার তেল মালিশের উপর ভরসা রাখেন । তবে এগুলোর পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শরীরকে উষ্ণ রাখা--এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট ডাঃ জনসন ক্রিস্টোফার। তাঁর মতে, শরীর গরম রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম অত্যন্ত জরুরি। ব্যায়ামের ফলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে, যা ব্যথা কমাতে সহায়ক। বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ও বিভিন্ন যোগাসনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। শিলিগুড়ির প্রধান নগর, শিবমন্দির কদমতলা ও চম্পাসারি মহিষমারিতে অবস্থিত তাঁর চেম্বারে বর্তমানে ব্যথাজনিত সমস্যায় ভুগছেন এমন বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য ভিড় করছেন।

ডাঃ জনসন ক্রিস্টোফার স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যেও বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বই পড়ার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে না পড়ে কোনো স্ট্যান্ডে বই রেখে সোজা হয়ে বসে পড়াশোনা করলে কোমর ও ঘাড়ের ব্যথা এড়ানো সম্ভব। একইসঙ্গে যাঁরা অফিসে দীর্ঘক্ষন কম্পিউটারে কাজ করেন, তাঁদের প্রতি ত্রিশ মিনিট অন্তর পাঁচ মিনিট হাঁটাচলা করার পরামর্শ দেন তিনি।

ব্যথা ও ফিজিওথেরাপি সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য ডাক্তার জনসন ক্রিস্টোফারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে ৮০১৬৫৯৫১৫০/৯৫৬৩৭৬২৭৮৩ নম্বরগুলোতে।

দার্জিলিং পাবলিক স্কুলে প্রথমবার আন্তঃবিদ্যালয় প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা AAYAM 1.0, পড়ুয়াদের সৃজনশীলতায় নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে অবস্থিত দার্জিলিং পাবলিক স্কুলে এই প্রথমবারের মতো সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল আন্তঃবিদ্যালয় প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিযোগিতা AAYAM 1.0। এই অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকার মোট ১৪টি স্কুলের প্রায় ১৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে নিজেদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়।

প্রতিযোগিতায় মোট আটটি ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর বিভাগে লড়াই চলে। প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রায় ৬৯,৩০০ টাকা মূল্যের আর্থিক পুরস্কারের পাশাপাশি মেডেল, সার্টিফিকেট ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনন্দ আগরওয়াল, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট শ্রী হর্ষ বিদাওয়াকতা এবং Geetbih Tech-up সংস্থার সংগঠক কেশব আগরওয়াল-সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি-নির্ভর বর্তমান বিশ্বে পড়ুয়াদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে AAYAM 1.0 নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ সোপান হিসেবে কাজ করবে;এ কথা একবাক্যে স্বীকার করছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা।

শুভ বড়দিনের গুরুত্ব

বিনয় দে

ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য এক মঙ্গল সঙ্কল্প করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতি তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্কে বসবাস করে ও মানুষ ঈশ্বরের প্রশংসা করে। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর স্বর্গদূতদের এবং মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের বিদ্রোহ করেছিলেন ।ফলে তাহারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে চলে আসে। ফলে আমরাও তাদের স্বভাব পেয়েছি ।আজ পৃথিবীতে মানুষ ঈশ্বরবিহিন, অহঙ্কারী ক্ষমতার লড়াই। ব্যভিচার সর্বপ্রকার মন্দতায় আক্রান্ত। ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভূত। অশান্তিতে ভরা, অনিশ্চয়তায় জীবন কাটাচ্ছে। কেহ বা এমন চলছে যে তারা ভাবে এই জীবনই শেষ বা ঈশ্বরের কাছে তাদের কোন হিসেব দিতে হবে না এই সকল কর্মের। কিন্তু ঈশ্বর দয়া ধনে ধনবান জন্য নিজেই বহু পূর্বে মানবজাতির জন্য এক শুভ পরিকল্পনা করেছিলেন যেন মানুষকে তাদের ঈশ্বর বিচ্ছেদের পরিনতি থেকে বাঁচাতে পারেন। আর এইজন্যই তিনিই শিশু যীশু নামে কুমারী মরিয়মের গর্ভে দীনবেশে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীতে সুখ বিলাস ব্যতিরেকেই গোয়াল ঘরের যাবপাত্র বেছে নেন তাঁর জন্মস্থান হিসাবে। এর জন্য তাঁকে স্বর্গ সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিল। পৃথিবীর সকল মানুষের পাপের ঋন শোধ করবার জন্য।

তাঁর জন্মে অনেক শিশুরও প্রান গেছিল। যা আমরা পাই মথি লিখিত সুসমাচারের ২ঃ১৩--২১ যাহার সারাংশ হিসাবে ১৮ পদে রামায় শব্দ শোনা যাইতেছে হাহাকার ও অত্যন্ত রোদন , রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন, সান্তনা পাইতে চান না, কেননা তাহারা নাই। প্রভু যীশুর জন্মের পরে ২ বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক বেথেলহেম ও তাহার পরিসীমার মধ্যে ছিলো লোক পাঠাইয়া হেরোদ রাজা সকলকে বধ করেছিলেন। শিশু প্রভু যীশু বেঁচে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা কেহ ব্যর্থ করতে পারে না কিন্তু তিনি শুধু বাঁচতে আসেননি। মার্ক ১০ঃ৪৫ পদে (বাইবেল) পাই কারন বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও (প্রভু যীশুখ্রিস্ট) পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই কিন্তু পরিচর্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রান মুক্তির মূল্য রুপে দিতে আসিয়াছেন। ইহা তাঁহার ক্রুশে মৃত্যুর কথা বলে।

পিতা ঈশ্বর নিজ প্রিয় পুত্র প্রভু যীশুখ্রিস্টকে আমাদের মতো জঘন্য পাপী মানুষদের এতোটাই ভালোবেসেছিলেন যে ক্রুশে মৃত্যুবরন করার জন্য এই পাপময় জগতে পাঠালেন আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করার জন্য। (সংক্ষিপ্ত)

সামাজিক ও মানবিক কাজে নিড

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিড এর উদ্যোগে শিলিগুড়ির শিবমন্দির সংলগ্ন তারাবাড়ি বাজার এলাকায় দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরন করা হলো। শীতের এই সময়ে মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দিতে নিড এর সদস্যরা সরাসরি উপভোগকারীদের হাতে কম্বল তুলে দেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তারাবাড়ি বাজার এলাকার হরিদাস সিংহ, প্রবীনচন্দ্র সিংহ, নিপেন সিংহ,কামিনী সিংহ সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের উপস্থিতিতেই নিড এর পক্ষ থেকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়।

সংস্থার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি পিন্টু ভৌমিক,সম্পাদক বিষ্ণুপদ বিশ্বাস এবং সদস্য শুভদীপ ঘোষ , কৌশিক দত্ত, কিশোর মোহন্ত , নিবেদিতা মোহন্ত, শশাঙ্ক শেখর সিংহ, নিরঞ্জন সরকার সহ অন্যান্য সদস্যরা

নিড এর সদস্যরা জানান, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের মূল্য লক্ষ্য। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে মানবিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকেছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেই জানানো হয়েছে।

মোবাইলের যুগে বইয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে অনুরাধা বুক স্টল

সৌমেন দাস রায়

সামনে সরস্বতী পূজা। বিদ্যার দেবীর আরাধনায় এই সময়টা মানেই বই, খাতা আর কলমের উৎসব। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে-- আজকের দিনে আমরা কি সত্যিই বইয়ের কাছে ফিরছি? একসময় অবসর মানেই ছিল বই পড়া, প্রিয়জনকে বই উপহার দেওয়া, নতুন বইয়ের গন্ধে ভরে উঠতো ঘর। আজ সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন, স্ক্রিনের আলো। তবু এই মোবাইল-নির্ভর সময়েও কিছু বইয়ের দোকান নীরবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বইয়ের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার। শিলিগুড়ির কলেজ পাড়া ও হায়দরপাড়া এলাকায় অবস্থিত অনুরাধা বুক স্টল ঠিক তেমনই এক নাম। বছরের পর বছর ধরে এই বইয়ের দোকান শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নির্ভরতার ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

অনুরাধা বুক স্টলে পাওয়া যায় ওয়েস্টবেঙ্গল বোর্ড, এনসসিইআরটি, সিবিএসই, আইসিএসইর পাঠ্যবই থেকে শুরু করে স্কুল ও অফিসের প্রয়োজনীয়স্টেশনারি সামগ্রী। সরস্বতী পূজার সময় বই , খাতা, কলম কেনার জন্য এখানকার ভিড় চোখে পড়ার মতো। কারণ আজও অনেকেই বিশ্বাস করেন-- বই-খাতা-কলম ছাড়া সরস্বতী পূজা অসম্পূর্ন। শাস্ত্র মতে, সরস্বতী হলেন জ্ঞান, বাণী ও সৃষ্টিশীলতার দেবী। তাঁর বাহন রাজহাঁস, প্রতীক পুস্তক ও বীণা-- সবকিছুই জ্ঞানের গভীরতার ইঙ্গিত দেয়। তাই সরস্বতী পূজায় বই কেনা বা বই উপহার দেওয়ার রীতি শুধুই আচার নয়, এইট জ্ঞানচর্চার প্রতীক। আজ যখন শিশু-কিশোররা ধীরে ধীরে বই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে,তখন অনুরাধা বুক স্টলের মতো দোকানগুলো শুধ্য ব্যবসা নয়, এক ধরনের সাংস্কৃতিক দায়িত্বও পালন করছে। তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে -- বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। স্ক্রিন জ্ঞান দেয় , কিন্তু বই মানুষ গড়ে। এই সরস্বতী পূজায় আসুন , মোবাইল ফোনের স্ক্রিন থেকে চোখ তুলে একবার বইয়ের পাতায় ফিরে তাকাই। একটি বই কিনি, একটি খাতা সাজাই, কলমে নতুন স্বপ্ন লিখি। আর সেই যাত্রার সঙ্গী হোক শিলিগুড়ির কলেজপাড়া ও হায়দরপাড়ার পরিচিত নাম-- অনুরাধা বুক স্টল। কারণ, জ্ঞানচর্চার শুরু আজও বই দিয়েই।

Patriotism: Meaning, Importance, and Modern Perspectives

Patriotism is the sense of love, loyalty, and commitment people feel toward their country. It reflects an emotional bond with a nation’s history, values, culture, and people. Throughout history, patriotism has played an important role in shaping societies, inspiring citizens to protect their homeland, serve their communities, and work toward national progress.

At its core, patriotism is about belonging. It gives individuals a shared identity and connects them to something larger than themselves. National symbols such as flags, anthems, and historical landmarks often represent this connection.

They remind people of common struggles, achievements, and hopes for the future. For many, patriotism develops through learning about their country's history, celebrating national holidays, and honoring those who have contributed to the nation's growth.

Patriotism also carries responsibility. Loving one's country does not only mean celebrating its successes; it also involves contributing to its well-being. Citizens show patriotism by obeying laws, respecting others' rights, participating in civic life, and helping their communities. Simple actions—such as volunteering, staying informed about public issues, or supporting local initiatives—can all be expressions of patriotic spirit. In this way, patriotism encourages active citizenship rather than passive pride.

In modern societies, patriotism is often discussed alongside the idea of critical thinking. Many believe that true patriotism includes recognizing a country's flaws and working to improve them. Instead of ignoring problems, critical patriotism encourages honest discussion, reform, and progress. This perspective emphasizes that wanting a nation to live up to its ideals—such as justice, equality, and freedom—is a powerful form of loyalty.

It is also important to distinguish patriotism from nationalism. Patriotism focuses on love and commitment to one's country without claiming superiority over others. Nationalism, when taken to extremes, can promote exclusion or hostility toward different nations or cultures. Healthy patriotism respects other countries while appreciating one's own, supporting cooperation and peace rather than division.

In a globalized world, patriotism continues to evolve. People now balance national pride with global responsibility, recognizing that challenges like climate change, public health, and human rights require international cooperation. Modern patriotism can therefore include caring not only for one's own country, but also for the wider world.

In conclusion, patriotism is a powerful and complex concept. It unites people, encourages responsibility, and inspires positive action. When expressed with respect, openness, and a desire for improvement, patriotism can help build stronger, fairer, and more compassionate societies.

FRON DARJEELING PUBLIC SCHOOL

Title : The Silence Behind the Screen: Can We Find Our Tune Again?

By: Md Rayish Ansari
Class: 12, Commerce
School: Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri

January in Siliguri always feels different. It's not just the cold mist hanging over Fulbari in the mornings; there is a certain warmth that creeps into our conversations. We start with the 12th, remembering Swamiji, then we move to the 23rd for Netaji, and finally, we hoist the flag on the 26th. It is a month of giants.

But this year, as I prepare for my boards and look around, I feel a strange disconnect.

We call January the month of patriotism and culture. But what does "culture" look like for my generation? To be honest, it looks like a 6-inch screen.

I recently read about the concerns raised regarding the "mobile culture," and it hit me hard. I see it every day. When we think of music now, we don't think of the heavy wooden texture of a Harmonium or the tuning of a Tabla. We think of a backing track on YouTube. We think of Bluetooth speakers. We have replaced the "Sadhana" (practice) of art with the "Scroll" of a playlist.

On the 23rd of January, we will celebrate Saraswati Puja. Ma Saraswati holds the Veena, a musical instrument, in her hands—not a smartphone. She represents the slow, difficult, beautiful path of learning. But are we walking that path? Or are we just looking for shortcuts?

Books are gathering dust in the corners of our homes because "everything is on Google." But Google gives us information; books give us wisdom. There is a smell to old books and a feeling in turning a page that a PDF can never replicate. When we stop buying books and little magazines, we aren't just hurting the market; we are starving our own imaginations.

Swami Vivekananda asked for "muscles of iron and nerves of steel." Netaji asked for sacrifice. I don't think they envisioned a future where we are physically present but mentally lost in a digital loop. Patriotism isn't just posting a status update on Republic Day. True patriotism is keeping the soul of Bengal and India alive. It is in learning a classical raag, reading a story in our mother tongue, or just sitting still without a device in our hands.

I am a student of the Commerce stream. I understand markets. I know that demand drives supply. If we stop demanding real art, real instruments, and real books, they will disappear. And that will be a loss that no amount of economic growth can fix.

This January, let's make a small promise. Let's look up from our screens. Let's try to learn a song without a karaoke track. Let's pick up a book. Let's honor Netaji and Swamiji not just with garlands, but by being the awake, conscious youth they dreamed of.

Let us not let the noise of the digital world drown out the sound of our own culture.